আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

২. ৮. আকীদার উৎস: সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র

এখানে আকীদার উৎস বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এবং পাশাপাশি শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

	সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাহ	বিভ্রান্ত সম্প্রদায়
১	কুরআন-হাদীস বা ওহীর বাইরে আকীদার জ্ঞান বা বিশ্বাসের কোনো নিশ্চিত উৎস নেই।	আকীদার অন্যান্য নিশ্চিত উৎস আছে: ইলহাম, ইলকা, কাশফ, ইলম লাদুন্নী, দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদি।
২	ওহীর সরল অর্থই ওহী। এর ব্যাখ্যায় আলিমদের মতামত মানবীয় জ্ঞান-প্রসূত কথা, তা ওহীর সমতুল্য নয়।	মানবীয় তাফসীর-ব্যাখ্যাকে ওহীর মর্যাদা প্রদান এবং তাফসীরের নামে ওহীর সুস্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ।
৩	হাদীস আকীদার উৎস ও ভিত্তি।	হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন।
৪	যাচাই পূর্বক শুধু বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ।	যাচাই ছাড়া পছন্দমত হাদীস গ্রহণ।
৫	কুরআন-হাদীসের বক্তব্য সুনিশ্চিত; দর্শন-যুক্তির প্রমাণে অনিশ্চয়তা আছে। দর্শন ও যুক্তিকে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য দিয়ে যাচাই করতে হবে।	দর্শন-যুক্তির প্রমাণ সুনিশ্চিত; কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কুরআন-হাদীসের বক্তব্য দর্শন ও যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে হবে।
৬	অনির্ভরযোগ্য ও জাল হাদীস বর্জন।	জাল হাদীস তৈরি বা গ্রহণ।
৭	‘আকলী দলীল’ বা দার্শনিক যুক্তিকে ওহী দ্বারা যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন।	ওহীকে ‘আকলী দলীল’ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করা।
৮	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পরে কারো নির্ভুলতা বা অভ্রান্ততা নেই। সকলের মতামত ওহী দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে।	পরবর্তী অনেকেই ভুলের ঊর্ধ্বে । তাদের ভুল হতে পারে না। তাদের মতের আলোকে কুরআন-হাদীস গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করতে হবে।
৯	ওহী অনুধাবনে সাহাবীগণের অনুসরণ।	সাহাবীগণের গুরুত্ব অস্বীকার।
১০	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেননি তাকে দীনের অংশ না বানানো।	পরবর্তী যুগের ব্যক্তিবর্গের মত ও কর্মকে দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানো।
১১	উম্মতের- বিশেষত সাহাবীগণের- ইজমা বা ঐকমত্যকে গুরুত্ব দেওয়া।	শুধু স্বপক্ষের আলিমগণের ঐকমত্যকে গুরুত্ব দেওয়া বা ইজমা বলে দাবি করা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7144

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন